ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় প্রেক্ষাপটে চিনি শিল্পের উন্নয়ন

১. শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন বর্তমানে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

২. চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন প্রকল্পটি অন্যতম। এটি নাটোরের লালপুর উপজেলায় অবস্থিত দেশের প্রাচিন ও ঐতিহ্যবাহী নর্থবেঙ্গল চিনিকলে নির্মাণ করা হচ্ছে। ৩২৪.১৮ (তিনশত চব্বিশ দশমিক আঠার) কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চিনিকলটির নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করে দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মিটাতে অবদান রাখবে। এ প্রকল্পের আওতায় একটি সুগার রিফাইনারীও স্থাপন করা হবে। যা আমদানিকৃত 'র' সুগার হতে হোয়াইট সুগার উৎপাদন করে দেশের চিনির চাহিদাপুরনে অবদান রাখবে।

৩. ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন শীর্ষক অপর একটি প্রকল্প ঠাকুরগাঁও চিনিকলে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৪১১.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য এ প্রকল্পের আওতায় মিলটিতে পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে আধুনিক ও নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটিতে আখের পাশাপাশি বীট হতে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও স্থাপন করা হবে। ফলে চিনি উৎপাদন বৃদ্ধিপাবে ও মিলটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

৪. চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় অবস্থিত দেশের অন্যতম বৃহৎ চিনিকল ও ডিস্টিলারি কারখানা কেরু এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর আধুনিকীকরণের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে বিএমআর অব কেরু এন্ড কোং (বিডি) লিঃ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প। ৪৬.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মানাধীন এ প্রকল্পের আওতায় ৭৩ বছরের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে চিনিকলটির বর্তমান আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষিত হবে। মাড়াই ও প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র আধুনিকীকরণের মাধ্যমে প্রসেস লস ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা যাবে।

৫. উন্নয়নযাত্রায় নবদিগন্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সূচনাকেই বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন সৃষ্টি করেছে সাফল্যের এক মাইল ফলক। সনাতন পুর্জি প্রথার পরিবর্তে একটি মোবাইল এস.এম.এস এর মাধ্যমে সকল আখচাষির কাছে মিলে আখ সরবরাহের আগাম বার্তা পৌছে দেয়ার নাম ই-পুর্জি। ২০১০ সালের ১২ই ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একযোগে সকল চিনিকলে ই-পুর্জি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এর ফলে লক্ষ লক্ষ চাষির দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল সেবা। নিশ্চিত করা হয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

৬. ই-পুর্জি ব্যবস্থাপনায় সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন ভারতের মন্থন এওয়ার্ড সাউথ এশিয়া ২০১০ পুরস্কার লাভ করে। এছাড়াও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা- ২০১০ এ ই-সেবা ক্যাটাগরিতে জাতীয় পুরস্কার সহ বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করে।

৭. ই-পুর্জি ব্যবস্থাপনায় সফলতার পর সেবার পরিধি আরো বিস্তৃত করতে চালু করা হয়েছে ই-গেজেট। এর মাধ্যমে চাষীরা ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে গিয়ে অন লাইনে পুরো মৌসুমের কেন্দ্র ও ইউনিটভিত্তিক আখ ক্রয়ের আগাম কর্মসূচি দেখতে পাবেন। যা ২০১৫-১৬ মাড়াই মৌশুমে ফরিদপুর চিনিকলে পূর্ণাঙ্গরূপে চালু হয় এবং ২০১৬-১৭ মাড়াই মৌসুমে সকল চিনি-কলে চালুর কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

৮. ই-পুর্জি ও ই গেজেট প্রচলনের পর চিনিকল গুলোতে এবার মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখের মূল্য পরিশোধের এক যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যা রূপালী ব্যাংক শিওর ক্যাশ এর মাধ্যমে ২০১৬-১৭ মাড়াই মৌসুম হতে সকল চিনিকলে একযোগে চালু করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে চাষীদেরকে আখ চাষে ভর্তুকির টাকাও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।

৯. আখ হতে সরকারি চিনিকলে উৎপাদিত চিনি বিভিন্ন সংরক্ষিত খাত ও ডিলারের মাধ্যমে বিতরণের প্রচলিত পদ্ধতির ফলে ভোক্তাসাধারণ আখের চিনি সহজে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেতেন না। এমনকি আখের চিনির পুষ্টিমান ও গুনাগুন সম্পর্কেও ধারণা পেতেন না। তাই প্রচলিত ব্যবস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন ভোক্তা সাধারণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ১ ও ২ কেজির প্যাকেটজাত চিনি সুলভমূল্যে বিপননের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু ২০১৫ সালের ২৮ শে মে ঢাকা মহানগরী সহ সারাদেশে প্যাকেটজাত চিনি বিক্রয়ের শুভ উদ্বোধন করেন। একইসাথে দেশীয় চিনিকলে প্রস্তুত আখের চিনি গুনাগুন সমৃদ্ধ বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র, ব্যানার ফেস্টুন এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারনা চালানো হয়। এতে জনসাধারনের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১০. চিনিকলের প্রেসমাড ও ইথানল প্ল্যান্টের বর্জ্য হতে বায়োকম্পোস্ট উৎপাদনপূর্বক রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জমিতে ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ রোধ করতে কেরু এন্ড কোম্পানীতে স্থাপন করা হয়েছে জৈব সারকারখানা। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু ২০১৫ সালের ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে এ কারখানাটি শুভ উদ্বোধন করেন।

১১. শিল্পায়নে সমৃদ্ধির মাধ্যমে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃপ্ত পদচারনার ছোঁয়া লেগেছে দেশের সর্বত্র। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন দেশের সকল আখ চাষি এবং চিনি শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত জনমানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছে নিরলসভাবে।